বর্ষ ১১, সংখ্যা ১২ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০১৯
Vol. 11, No. 12 | BHĀBANAGARA | December 2019

সাক্ষাৎকার

বাঙালি-বাংলা করে করে সারাজীবন কাটিয়েছি

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য

প্যারিসে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ফ্রাঁস ভট্টাচার্য

Interview

I have spent my whole life for Bengali and Bangla language

France Bhattacharya

Abstract

France Bhattacharya, a prominent Frnech scholar, is a devotee to Bangla language and literature. Falling in love, at her age of 22, with Indian Sanskrit scholar Loknatha Bhattachaya, she came to India and got fascinated to learning Bangla by conversation with Bangla speaking people, watching Bangla movie and reading Bangla books. She in fact achieved scholarship in Bangla solely by dint of her own interest and efforts without any academic study, and she gradually became one of the most precious French translator of Bangla literature and taught Bangla language at French University! She started her translation works with *Panther Panchali* by Bibhutibhushan Bandyapadhyaya. Then, she translated Tarashankar's *Rai Komola,* Bankim's *Ananadyamotha,* Tagor's *Zogazog, Char Adhyaya* and so many other classics. She did posthumous works on Kasirama Das' *Mohabharata,* food culture in *Chandimangala* by Mukunda Das. She extracted precious elements from *Dharmamangala, Nathasahitya, Monosamangala,* Syed Sultan's *Nabibangsa*, and did intensive research on philosophic life of Sri Chaitannya and Sri Krisna as well as Iswarchandra Bidyasagara and Binodini Dasi. She translated a number of poems of Rabindranath Tagor and Jibananandya Das, literary works of Sttyajit Roy, and songs of Lalan Sain. Recently, she translated *The Unfinished Memories* (by BangabandhuSheikh Mujibur Rahman) *in French.*

Dr. Saymon Zakaria took her following intensive interview on 17th December 2019, at INALCO International Language University, Paris, France. Here, France Bhattacharya spoke straight about her love for Bengali people and Bangla language and her translation works from Bangla to French and English.

ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বাংলা ভাষার সাহিত্যপ্রেমী পণ্ডিত-গবেষক ও অনুবাদক ফ্রাঁস ভট্টাচার্য। তিনি নিজের একান্ত আগ্রহে ব্যক্তি-প্রেমের বন্ধনে প্রথমে ভারতে আসেন এবং বাংলাভাষী জনমানুষের সাথে কথা বলতে বলতে এবং বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে ও বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ পড়তে পড়তে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বাংলাভাষার শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর এই বাংলা ভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতিতে তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য গ্রহণ করেন নি বলে জানা যায়। অথচ তিনি নিজের একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা শেখার পর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন বাংলাভাষার সাহিত্যের পাঠ, অনুবাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাভাষার শিক্ষা দানে।

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য প্রথম দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন, যা ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের খ্যাতনামা প্রকাশনাসংস্থা হতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রাই কোমল*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *যোগাযোগ*, *চার অধ্যায়* শীর্ষক উপন্যাসসমূহ বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া, তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বহু বিষয় নিয়ে ফরাসি ভাষায় বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেন।

ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের অনুবাদ ও গবেষণায় কাশীরাম দাসের *মহাভারত*, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দাশের *চণ্ডীমঙ্গলে*র খাদ্য-সংস্কৃতি, মধ্যযুগের বাংলা কাব্য *ধর্মমঙ্গল*, নাথ সাহিত্য, *মনসামঙ্গল*, মানব-দেবতা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্বরূপ, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, লালন সাঁইজির গানের অনুবাদ ও উপস্থাপনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী ও আধুনিক বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা*, *আনন্দমঠ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে নানা দিক কবিতা, ছোটগল্প, চিঠিপত্র এবং সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যকর্ম বিভিন্নভাবে ফরাসি ভাষায় বিশ্লেষিত ও উপস্থাপিত হয়েছে।

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন এবং বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। যেমন, তিনি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের সরবোন নুভেল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের উপন্যাসে প্রতিফলিত সময় ও সমাজের চালচিত্র বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য বাংলা রূপকথার কাঠামোগত বিশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে পিএইচডি এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে *বাংলা মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন: মনসা ও চণ্ডী* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন।

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে লোকনাথ ভট্টাচার্যের সাথে যৌথভাবে ফরাসি ভাষায় *ফরাসি-বাংলা অভিধান* প্রণয়ন করেন এবং ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে আনিসুজ্জামানের সাথে যৌথভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত বাংলা-ফরাসি শব্দের সর্বপ্রথম সংগ্রহ *ওগুস্তেঁ ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ* শীর্ষক গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক তাঁর অনুবাদ ও গবেষণার ধারা নিরন্তর অব্যাহত রেখেছেন, যা উঠে এসেছে তাঁর এই কথপোকথনে।—সা.জা.

সাইমন জাকারিয়া : আমি প্রথম আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই, সেটি হলো—আপনি কিভাবে বাংলাভাষা শিখলেন?

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য : বাংলাভাষা শিখলাম নিজের প্রচেষ্টায়। আমি কিন্তু কোন স্কুলে যাইনি, কোন ক্লাস করিনি, জন্মেও একবারও না। আমি শিখেছি আমার স্বামীর কাছে, আমার স্বামী লোকনাথ ভট্টাচার্য বাঙালি ছিলেন, ওঁ সব সময় আমার সাথে বাংলায় কথা বলতো। এভাবেই আমি বাংলাভাষা জ্ঞান অনুভব করতে করতে শিখলাম, পরে কথা বলতে বলতে আর অনুবাদ করতে করতে বাংলাভাষা শিখেছি। আমার প্রথম অনুবাদ হচ্ছে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*।

সাইমন : মূল বাংলাভাষা থেকে ফরাসিভাষায় *পথের পাঁচালী* অনুবাদ করেছিলেন! কিন্তু কত সালে আপনি এই *পথের পাঁচালী* অনুবাদ করেন?

ফ্রাঁস : পথের পাঁচালী অনুবাদের কাজ শেষ করি সম্ভবত ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে! আমিতো প্রথম ভারতবর্ষে গেলাম ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে!

সাইমন : কি উদ্দেশ্যে ভারতে গিয়েছিলেন?

ফ্রাঁস : (হেসে হেসে) লোকনাথ ভট্টাচার্যকে বিয়ে করতে।

সাইমন : লোকনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কিভাবে?

ফ্রাঁস : লোকনাথ ভট্টাচার্যের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল প্যারিসে। লোকনাথ একটা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, সেই স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি করতে প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন। তিনি লুই র‍্যনু-র তত্ত্বাবধানে প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য গবেষণা শুরু করেন, আর গবেষণা সমাপ্ত করেন জাঁ ফিলিওজার তত্ত্বাবধানে। এখানে (প্যারিসে) তাঁর সঙ্গে আমার কি রকম যেন একটা আলাপ হলো! তারপরে আমার মনে হলো সবচেয়ে ভালো কাজ হবে—তাঁর সাথে আমি ইন্ডিয়াতে যাবো, আর সেখানে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করবো এবং সেখান থেকে যাবো। আমার তো তখন বয়স ছিল বাইশ বছর, সেই বয়সে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আমাদের বিয়ে হয়।

সাইমন : আপনি কি বিয়ের আগেই বাংলা শিখেছিলেন?

ফ্রাঁস : না না, তখনও আমি বাংলা শিখিনি, শিখেছিলাম হিন্দি কিছুটা। আমি তো আসলে প্যারিসে ডিপ্লোমা করতে চেয়েছিলাম, সেই জন্য আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল এশিয়াতে যাওয়া। ফরাসি-ডিপ্লোমাতে আমার দুইটা

ভাষা শেখার দরকার ছিল। তো আমি আমাদের ভাষা শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় ইনালকো (অস্‌তিতুত নাসিওনাল দো লংগ্‌ এ সিভিলিজাসিওঁ ওরিয়ঁতাল)-এ গিয়ে প্রথমে চাইনিজ ভাষা এবং হিন্দি ভাষা শিখতে আরম্ভ করলাম। সেটা শিখলাম দেড় বছর ধরে। তারপরে চলে গেলাম ইন্ডিয়াতে। এরপর যা হলো, তা হলো—চাইনিজ ছেড়ে দিলাম, হিন্দি ছেড়ে দিলাম, বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করলাম। বিয়ের পর বহু বছর দিল্লিতে থাকলাম। ফলে হিন্দিতে কথা বলতে আমার খুব একটা সমস্যা হয় না।

সাইমন : লোকনাথ ভট্টাচার্য তো সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক ছিলেন, আপনি কি আপনাদের পরিচয়ের প্রথম দিকে সংস্কৃত ভাষা জানতেন?

ফ্রাঁস : সংস্কৃতভাষা জানতাম না। সংস্কৃতভাষা প্যারিসে ফিরে এসে শিখলাম। আসলে আমি ভারতে যাওয়ার আগে প্যারিসে থাকার সময়ে ভারতের কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন পড়াশোনা করিনি। শুধু আমার ইচ্ছে ছিলো ডিপ্লোমার কোর্স সম্পন্ন করার কাজে এশিয়াতে যাবে—ভারতবর্ষে না হলে, হবে চায়না বা বার্মা, সেই যা-ই হোক, কিন্তু এশিয়াতে যাওয়া হবে।

সাইমন : এখন আপনি আমাদের বলেন, *পথের পাঁচালী* অনুবাদের আগে নিশ্চয়ই বাংলাভাষা মোটামুটি দখল এনেছিলেন? এই প্রশ্নের মাধ্যমে যেটা জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে—আপনার বাংলাভাষা শেখার পদ্ধতিটা কি ছিল?

ফ্রাঁস : আসলে, আমি কথা বলতে বলতে, বই পড়তে পড়তে, কথা শুনতে শুনতে, একা একাই বাংলাভাষাটা শিখেছি। কোন ক্লাসে আমি একদম যায়নি। কারণ, আমার বিয়ের প্রথম চার বছর আমার স্বামীর সঙ্গে আমরা রইলাম ভারতের পন্ডিচেরিতে; পন্ডিচেরি আগে ফরাসি মুল্লুকের ছিল, তাই সেখানে তখনও ফ্র্যাঞ্জ কমিউনিটির ছিল, সেখানে অবশ্য কিছু বাঙ্গালী লোককে রাস্তাঘাটে দেখা যেতো, তারা সব ক্যালকেশিয়ান; সেখানে একটা আশ্রম ছিল—শ্রীঅরবিন্দ গোঁসাইয়ের আশ্রম, সেখানে বহু বাঙালি যাওয়া-আসা করতো আর ওদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। আমরা আসা-যাওয়া করতাম ওদের সঙ্গে বেশি, সেই জন্য আমার স্বামী ছাড়াও ওদের সঙ্গেও আমি বাংলায় কথা চেষ্টা করতাম; মাঝে মধ্যে ওদের সাথে আমি কথা বলতে আরম্ভ করতাম, ওদের কথা আমি বুঝতে পারতাম, তার আগে তো আমি ইংরেজি ভালো জানতাম, স্প্যানিশ ভালো জানতাম, আর ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষাও জানতাম; ফ্রান্সের স্কুলে আমি অ্যান্সিয়ান গ্রীক আমি পড়েছিলাম, ফলে ভাষা শিখতে আমার একটা অভ্যাস ছিল।

সাইমন : জানি, ফরাসিদের বাংলাভাষার শেখার জন্য এখন শিক্ষক রয়েছে, প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু আপনি শিখেছেন একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে আপনার বাংলা ভাষা শেখা, এটা আমাদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। পরে আপনি প্যারিসের ইনালকোতে ফরাসিদের জন্য বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন, বহু বছর বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। এক্ষেত্রে আপনি কি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলা শেখার জন্য কোনো বই লিখেছেন?

ফ্রাঁস : আমি বাংলা ভাষা শেখার জন্য নতুন কোনো বই লিখলাম না। আমার সময়ে একজন ছিলেন খুব নামকরা প্রফেসর ছিলেন ডিমোক; প্রফেসর ডিমোক দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে ছিলেন, আর উনি বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য একটা মেথড তৈরি করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি সেটা অবশ্য আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্লাসে ব্যবহার করতাম।

সাইমন : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন বিষয়টির প্রতি আপনার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি?

ফ্রাঁস : আমার সোশ্যাল হিস্ট্রিতে খুব ইন্টারেস্ট। সোশাল এন্ড রিলিজিয়াস হিস্ট্রি আমার খুব ইন্টারেস্ট, ফলে আমি ইনালকোর বাংলা বিভাগের ফরাসি শিক্ষার্থীদের সেটাও শেখাতাম। তারপর আস্তে আস্তে আধুনিক সাহিত্য, আরবি সাহিত্য পড়াতে হতো। আর এরমধ্যে আমি পিএইচডিতে ভর্তি হলাম।

সাইমন : আপনার পিএইচডির বিষয় কি ছিল?

ফ্রাঁস : পিএইচডিতে আমি বাংলার রূপকথার কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলাম।

সাইমন : একটু বলবেন কি কার কার রূপকথা নিয়ে আপনি বিশ্লেষণ করেছিলেন?

ফ্রাঁস : খুব বিখ্যাত একজন লোক ছিলেন, কি যেন নাম?

সাইমন : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার?

ফ্রাঁস : ঠিক তাই, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সেই রূপকথার গল্পগুলো। কিন্তু ইন্টারেস্ট ছিল সেই সময়কার কয়েকজন ফরাসি বুদ্ধিজীবী একটা চিন্তা করেছিলেন এই রূপকথা এনালাইজড করার জন্য। সেটা ছিল কনস্ট্রাকচারলিজম! নিশ্চয়ই শুনেছেন, ছিল হেমো, ছিল ক্লদ লেভি-স্ত্রস, রাশিয়াতে আরেকজন ছিলেন ভ্লাদিমির প্রপ। সেইসব তথ্য ব্যবহার করে আমি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার গল্পগুলো বিশ্লেষণ করেছিলাম। সেটার অধিকাংশই আমি ইন্ডিয়াতে থাকতেই লিখেছিলাম। তারপর প্যারিসে ফিরে এসে আমি পিএইচডির ভাইবা দেই।

সাইমন : এই কাজটি তো আপনি ফরাসি ভাষায় করেছিলেন?

ফ্রাঁস : হ্যাঁ আর সেই পিএইচডি আমি ফরাসি ভাষায় এবং প্যারিসের ইউনিভার্সিটিতে করেছিলাম। পিএইচডি শেষ করার পরে আমি আরেকটা ডিলিট করলাম।

সাইমন : ডিলিট-এর গবেষণার কি বিষয় ছিল আপনার?

ফ্রাঁস : ডিলিট করেছিলাম এখানে পড়াতে এসে। আসলে এখানে যখন আমি পড়াতাম তখনই এই ডিলিট থিসিস লিখতাম। আর তার বিষয় ছিলো চণ্ডী এবং মনসামঙ্গল। এই সময় আমার আগ্রহ ছিলো বুঝবার জন্য, শিখবার জন্য।

সাইমন : আপনার ডিলিট-এর মূল বিশ্লেষণ কি ছিল?

ফ্রাঁস : চণ্ডী ও মনসা—এই দুইটি গল্প মূলত ধর্মীয় গল্প, কিন্তু এটা খুব অদ্ভুত লাগে, এটাকে আমি ঠিক ধর্ম মনে করি না।

সাইমন : ঠিকই বলেছেন, এটার অন্য মর্মও আছে, এই গল্প অনেকটা সোশ্যাল হিস্ট্রি!

ফ্রাঁস : ঠিক তাই। সমাজের মানুষ কেমন ছিল, কি করতো তাই বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে কত রকম সমাজের দিক দেখা যায়, রান্না বান্না; চণ্ডী মানে দুর্গা, কালী আরও কত কি। এটা আমি প্যারিসের ইউনিভার্সিটিতে করি, এখন যেটাকে সরবন ইউনিভার্সিটি বলা হয়। আমার এই গবেষণাকর্ম ইন্ডিয়ান স্ট্যাডিজের অংশ হিসেবেই করা হয়েছিল।

সাইমন : ফরাসিভাষায় *পথের পাঁচালী* অনুবাদের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই!

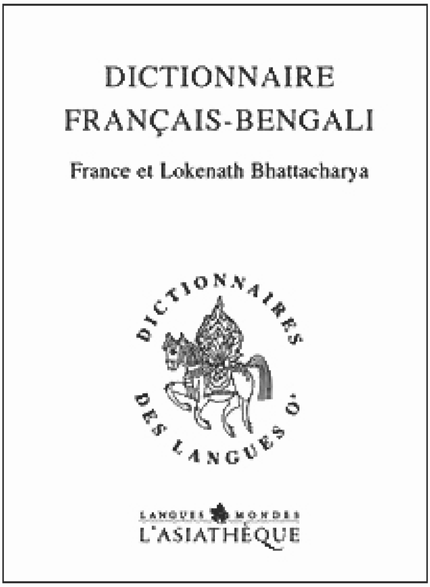

লোকনাথ ভট্টাচার্যের সাথে ফ্রাঁসের সম্পাদিত ফরাসি-বাংলা অভিধানের প্রচ্ছদ

পথের পাঁচালী উপন্যাসের ফ্রাঁস ভট্টাচার্য প্রণীত ফরাসি অনুবাদ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ফ্রাঁস : এই অনুবাদের আগে আমি সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাঁচালী* ছবি দেখেছিলাম, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল, বন্ধু বলবো না; কারণ, এতো বড়লোক আর আমাদের থেকে সে বয়সে বড় ছিল। কিন্তু বহুবার তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। মাঝেমধ্যে আমরা যেতাম তাঁর বাড়িতে, তিনিও আসতেন আমাদের বাড়িতে। ফলে তাঁর *পথের পাঁচালী* ছবি থেকে আমার আগ্রহ হলো। তারপরে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসটি পড়লাম। পড়ে খুব ভালো, চমৎকার বই, বাংলার গ্রামের জীবনটা খুব সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। এই সব কারণে আমি *পথের পাঁচালী* অনুবাদ করলাম। আর এটা অনুবাদ করতে আমার খুব কষ্ট হয় নি।

সাইমন : এখনও কি ফরাসি দেশে এই অনুবাদ পাওয়া যায়?

ফ্রাঁস : হ্যাঁ, এখনো ছাপা আছে, এটা বাজারে আছে, কিনতে পাওয়া যায়। প্রথম ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

সাইমন : এরপর থেকেই বাংলা ভাষা আপনার হৃদয়ে গেঁথে গেছে নিশ্চয়।

ফ্রাঁস : বাংলা ভাষা সত্যি বলতে কি অন্তরে-অন্তরে সব দিক থেকে আমার ভালো লাগে।

সাইমন : এতো ভালো বাংলা বলেন, দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগে পড়িয়েছেন, বাংলা ভাষা থেকে নানা ধরনের সাহিত্য ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আপনি বাংলা ভাষা শেখার বই লেখেননি, এর কারণ কি?

ফ্রাঁস : আসলে, লিঙ্গুস্টিকের ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। তবে আমার স্বামীর সাথে মিলে একটা ছোট্ট *বাংলা-ফরাসি অভিধান* করেছি। এটাও এখনো পাওয়া যায়, অনেকে ব্যবহার করেন। তারপরে আমার স্বামী লোকনাথ ভট্টাচার্য তো খুব তাড়াতাড়ি মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর সাথে আরও অনেক কাজ করতে পারতাম, কিন্তু একলাতো বেঁচে রইলাম, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে লোকনাথ মারা গেলেন, প্রায় ১৮ বছর পার হয়ে গেলো। পরে যেটা করেছি সমানে, তা হচ্ছে অনুবাদ! আমার একটা *মনসামঙ্গল*-এর অনুবাদ ও স্ট্যাডি সেটা ছাপা হয়েছে।

সাইমন : বাংলা ভাষায় অনেক কবিই তো *মনসামঙ্গল* লিখেছেন, আপনি কোন কবির *মনসামঙ্গল* অনুবাদ করেছেন?

ফ্রাঁস : কার *মনসামঙ্গল* করলাম? কয়েকটি নামটি বলো?

সাইমন : কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই।

ফ্রাঁস : এরমধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ অনেক জনপ্রিয়। আমি যেটা চেয়েছিলাম—*মনসামঙ্গলে* বিষ আছে, আবার অমৃতও আছে। এই জিনিসটা দুই রকম কল্পনা থেকে এসে যায়—বিষ এবং অমৃত। এই যে দ্বিমুখী বিষয়, এই নিয়ে আমি ভাবছিলাম। ফলে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গল* আমার ভালো লাগলো।

সাইমন : এটা কি কাব্যিক অনুবাদ ছিল, নাকি গদ্য অনুবাদ ছিল?

ফ্রাঁস : অনেক আগে করা ভুলে গেছি, আর আমিতো দ্বিতীয়বার আর পড়ে দেখি না। স্মৃতি হাতড়ে বলা মুশকিল।

সাইমন : *পথের পাঁচালী* অনুবাদ করার পরেই কি আপনি এই *মনসামঙ্গল* অনুবাদ করেছিলেন?

ফ্রাঁস : আসলে *মনসামঙ্গল* অনুবাদ করেছি আমি ডিলিট করার পরে। এই *মনসামঙ্গল* ছিল আমার ডিলিট থিসিসের অংশ।

সাইমন : এরপরে আপনি আর কি কাজ করলেন?

ফ্রাঁস : অনেক! অনেক কাজ করেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করেছি, বিশেষ করে তার শেষের দিকের কবিতা থেকে কিছু কবিতা বেছে বেছে অনুবাদ করেছি।

সাইমন : রবীন্দ্রনাথের কোন বই পুরো অনুবাদ করেছেন?

ফ্রাঁস : রবীন্দ্রনাথের পদ্য অনুবাদ করেছি, আবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও অনুবাদ করেছি, *যোগাযোগ* উপন্যাস বেশিদিন হয়নি অনুবাদ করেছি, আর অনুবাদ করেছি *চার অধ্যায়*, তারপর রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোটগল্প অনুবাদ করেছি। তবে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* এবং *ঘরে বাইরে* অনুবাদ করিনি; কারণ, এই দুইটি বই আগেই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, যদিও তা ইংলিশ থেকে অনুবাদ হয়েছিল, কিন্তু আমি আর তা দ্বিতীয়বার ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করতে চাই না। আর আমি রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার সংকলন বা কাব্যগ্রন্থ পুরো অনুবাদ করিনি। আসলে, আমি কবিতার সাহিত্যিক ফর্মকে অনুবাদে খুব একটা আগ্রহী নই। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিরিক্যাল, *গীতাঞ্জলি*, *বলাকা* এ সব তো খুব লিরিক্যাল!

সাইমন : রবীন্দ্রনাথের বাইরে বাংলা ভাষা থেকে আর কার লেখা অনুবাদ করেছেন?

ফ্রাঁস : এছাড়া আমি অনুবাদ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাস।

সাইমন : আপনার সর্বশেষ অনুবাদ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল*। এই অনুবাদের চিন্তা কি করে মাথায় এলো?

ফ্রাঁস : ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* অনুবাদ করেছি ইংরেজিতে। কারণ, সেটা দরকার ছিল। আসলে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে, 'তুমি কি এই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করবে?' আমার নাম আগেই দেওয়া হয়েছিল, প্রফেসর শেলডন পলক আমার নাম দিয়েছিলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম যে, 'হ্যাঁ, আমি করতে পারি। আমার সাহসও আছে।' তো *অন্নদামঙ্গল* বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম। আর কোন বই আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করিনি।

সাইমন : তাহলে এটাই কি প্রথম আপনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন?

ফ্রাঁস : হ্যাঁ, এটাই প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

সাইমন : আমার কাছে আপনার *অন্নদামঙ্গল* ইংরেজি অনুবাদের প্রথম খণ্ড আছে, এটি আমি আমেরিকার শিকাগো থেকে সংগ্রহ করেছি। আপনি কি *অন্নদামঙ্গল* পুরোটাই ইংরেজিতে অনুবাদ শেষ করেছেন?

ফ্রাঁস : মাত্র প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করে আমি বহুদিন আগে, তাও প্রায় এক বছর আগে ম্যানুস্ক্রিপ্ট জমা দিয়েছি, কিন্তু এখনও প্রকাশ হয়নি। আমাকে

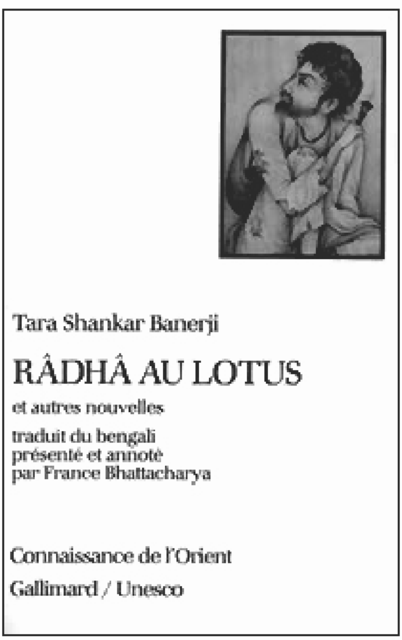

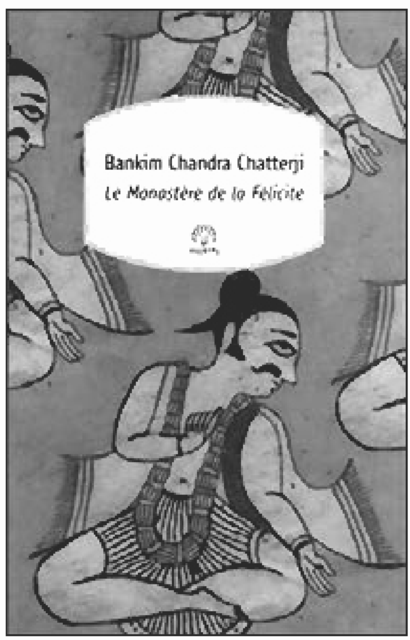

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য অনূদিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রাই কমল* এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

বলা হচ্ছে যে, আগামী (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের) জানুয়ারি মাসে আমার করা *অন্নদামঙ্গল* ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পাবে।

সাইমন : আমি শুনেছি, আপনি এখন *চণ্ডীমঙ্গল* ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করছেন!

ফ্রাঁস : এটা কবিকঙ্কন মুকুন্দ রামের *চণ্ডীমঙ্গল*, এখন আমি এটা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করছি।

সাইমন : এটা তো আপনার ডিলিটের থিসিসের অংশ ছিল।

ফ্রাঁস : কিন্তু ডিলিটের থিসিসের সময় এটি অনুবাদ করিনি। আমি এই *চণ্ডীমঙ্গলের* গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম।

সাইমন : আমি একটু জানতে চাই, যখন আপনি *অন্নদামঙ্গল* বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গেলেন তখন নিশ্চয়ই আপনার জন্য নতুন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আবার *অন্নদামঙ্গল* আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের শুরু। সেই জায়গা থেকে *অন্নদামঙ্গল* অনুবাদের অভিজ্ঞতার কথা যদি একটু বলেন।

ফ্রাঁস : *অন্নদামঙ্গল* খুব কঠিন, মানে অনুবাদ করা খুব কঠিন। ভদ্রলোক খুব খেলা করেন, শব্দ নিয়ে খেলা করেন। লাইন দিয়ে খেলা করেন। সব সময় শব্দ নিয়ে খেলা করেন। তার অনেক চরণের দুটো মানে হতে পারে, ধরনের খেলা করেন খুব। ভারতচন্দ্রের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই সেটা অনুবাদ করা খুব শক্ত ছিল।

সাইমন : যেমন ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অন্নদাদেবীর মুখ দিয়ে নিজের স্বামী সম্পর্কে বলেছেন—'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।' আমরা প্রায় সকলেই জানি, এই কথাটার দুই রকম অর্থ আছে। এ ধরনের বাক্য অনুবাদের সময় আপনি কি করেছেন?

ফ্রাঁস : এক্ষেত্রে অনুবাদের সময় আসলে বুঝতে হয়েছিল যে, তিনি কোন মানে বলতে চেয়েছেন, পরিস্থিতি বুঝে কি তিনি বলেছেন, সেটা বুঝে অনুবাদ করেছি; তারপর আমি ফুটনোট ব্যবহার করে লিখেছি—এই কথাটার এই একটা মানে, কিন্তু অন্য একটা মানেও আছে—সেটা হল এই। কিন্তু আমরা যখন অনুবাদ করি তখন তো পদগুলোর মাত্র একটা অর্থ দিতে হয়। তাই কাব্যে বলা দুইটা অর্থ অনুবাদে প্রকাশ করা খুব মুশকিল। ফুটনোটে তা উল্লেখ করে যতটুকু বোঝানো যায় ততটুকু করেছি।

সাইমন : আপনি তো জীবননান্দ দাশের কবিতা অনুবাদ করছেন বলে শুনেছি। সে সম্পর্কে জানতে চাই।

ফ্রাঁস : আমি জীবনানন্দ দাশের কিছু কবিতা বেছে বেছে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছি। একটা ছোট্ট বুকলেট হবে। আগামী (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের) মার্চ মাসে প্যারিস একটা বই মেলা হবে। সেটার চিফ-গেস্ট হবে কান্ট্রি ইন্ডিয়া। কিন্তু বাংলাদেশ নয়। সেই উপলক্ষে আমরা ফরাসি ভাষায় একটি বই প্রকাশ করবো। যাতে ৬ থেকে ৮টি জীবনানন্দ দাশের লেখা অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হবে। আমার স্বামী লোকনাথ ভট্টাচার্যের লেখাও তার ভেতরে থাকবে।

সাইমন : আপনি কি জীবনানন্দ দাশের কোনো কাব্য পুরো অনুবাদ করেছেন?

ফ্রাঁস : আসলে জীবনানন্দ দাশের একটা কাব্য ধরে অনুবাদ করার সাহস কেন যেন আমার হচ্ছে না। সে যখন শব্দের উপর নির্ভর করে, মানের দিকে নয় তখন আমি কি অনুবাদ করতে পারি।

সাইমন : এবার অন্য প্রসঙ্গে একটু যাবো। আপনি তো ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের দিল্লিতে ছিলেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার কোনো স্মৃতি আছে কি? আবার সম্প্রতি আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো ঘটনা বা স্মৃতি এই অনুবাদের পেছনে কাজ করেছিল কি সেই প্রশ্নও চলে আসে।

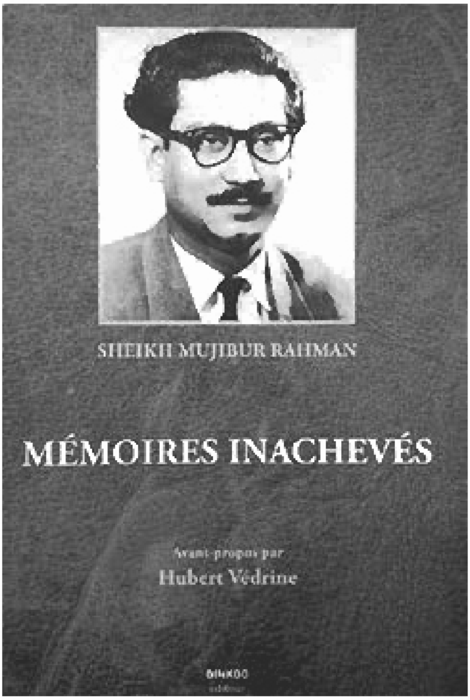

ফরাসি ভাষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ফ্রাঁস ভট্টাচার্য অনূদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ফ্রাঁস : যখন আমরা ১৯৭১ সালে দিল্লিতে থাকতাম। তখন একদিন হঠাৎ একজন লোক এলো আমাদের কাছে তার নাম রামেন্দু মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রী ফেরদৌসী মজুমদার। তাঁরা আমাদের খুব কাছে থাকতো। রামেন্দু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে, সে দিল্লিতে একটি পাবলিসিটি ফার্মে চাকরি পেয়েছিল। সেই সময় থেকে আমাদের যোগাযোগ খুব ঘন হয়ে গেল। সে আর তাঁর স্ত্রী আমাকে বৌদি বলে, আর আমার স্বামীকে লোকনাথদা বলে। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হলো এবং ফেরদৌসীর বড় ভাই কবীর চৌধুরীর সাথে পরিচয় হলো। কবীর চৌধুরী বেঁচে আছেন কিনা জানি না?

সাইমন : কবীর চৌধুরী কয়েক বছর আগে মারা গেছেন।

ফ্রাঁস : আহা। মারা গেছেন কবীর চৌধুরী! খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর ভাই মুনীর চৌধুরীকে তো ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী ঘাতকরা হত্যা করেছিল। পরে যখন আমি বাংলাদেশে গেলাম, কয়েকবার ওঁদের সঙ্গে রইলাম। খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হলো তারপরে। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে আমার একজন আপন লোক আছে সে রামেন্দু মজুমদার, আজ অবধি আমাদের ভালো বন্ধু। আর কলকাতায় আমার একজন খুব বন্ধু প্রফেসর চিন্ময় গুহ। চিন্ময় গুহ ফরাসি খুব ভালো পারে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত কাজ করেছে সে। তো আমি বলি আমার কোন ভাই নেই, আমি একলা ছিলাম। এখন আমার দুইজন ভাই আছে, একজন হলেন রামেন্দু বাংলাদেশে আর চিন্ময় কলকাতায়। যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলো। তার আগে থেকেই আমরা পাকিস্তানকে একদম পছন্দ করতাম না। তাই বাংলাদেশকে সমর্থন করতাম।

সাইমন : ওই সময় বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন লেখা লিখেছিলেন?

ফ্রাঁস : না, তখন আমি সংবাদপত্রে লিখতাম না।

সাইমন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ফরাসি ভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব কিভাবে পেলেন?

ফ্রাঁস : হঠাৎ প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাম্বেসেডর শহিদুল ইসলাম নিজে আমাকে লিখলেন যে, আমাকে ফরাসি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অনুবাদ করতে হবে। এবং তিনি একদিন আমার বাড়িতে চলে এলেন, তিনি খুব ভদ্র, খুব সংস্কৃতবান মানুষ, তিনি এসে আমাকে বাংলায় লেখা বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইটি দিলেন। তার আগে বইটার কোনো কপি আমার কাছে ছিল না। আমি পড়ে দেখলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনটা অনেক বড়, অনেক উদার। আর পুরো বইটা পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। ফলে আমি সেটা অনুবাদ করলাম। মজার ব্যাপার হলো—বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অনুবাদ করতে আমার বেশি সময় লাগেনি। কারণ, এটা সহজ বাংলায় লেখা বই।

সাইমন : বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অনুবাদ করতে গিয়ে আপনি বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে আবিষ্কার করলেন? বিশেষ করে 'লেখক বঙ্গবন্ধু' এবং 'রাজনৈতিক বঙ্গবন্ধু'—এই দুইটি বিষয় নিয়ে যদি কিছু বলেন।

ফ্রাঁস : লেখক হিসেবে বঙ্গবন্ধু যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা স্পষ্ট করে বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর লেখায় তাঁর পরিষ্কার মানসিকতা ধরা পড়ে, এটা তাঁর লেখার একটা বড় গুণ। তাঁর লেখা পড়ে বোঝা যায় তিনি পেশাজীবী লেখক নন, কিন্তু তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটাই স্পষ্ট করে বলেছেন। অনুবাদের সময় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটা আমি সব সময় সমর্থন করেছি। তিনি বলেছেন—বাংলা ভাষা দরকার, বাংলা ভাষা তো বাঙালিদের ভাষা, ফলে যদি একটা বাংলাদেশ হয় তবে বাংলা তার ভাষা হওয়া উচিত। যেমন—ছিল ইস্ট পাকিস্তান, এই নামের ভেতর কোন কিছু ছিল না, কোনো ফিলোসোফি ছিল না, কোন কালচার ছিল না, কিছুই ছিল না ইস্ট পাকিস্তান নামের মধ্যে, কিন্তু বাংলাদেশ নামের মধ্যে সব আছে। বাংলাদেশের পরবর্তী কালের রাজনীতি আমি সমর্থন করি না, কিন্তু ওরা যা পারে তাই করে। সব কিছু খুবই ডিফিকাল্ট। আমি একটা খবরের কাগজ পেতাম কম্পিউটারে, এই পত্রিকা পড়ে বুঝতাম—শেখ হাসিনা একটু কষ্ট করে চলছেন। অন্যদিকে জামাত ইসলাম অপেক্ষা করছে, যদি কিছু হয়, ওঁকে কিছু একটা করতে চায়, এবং এই মনোভাব আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগে। এক্সট্রিমিজম ইন এশিয়া, বিশেষ করে ইসলাম, এক্সট্রিমিজম আমার একদম পছন্দ নয়। এক্সট্রিমিজম আজকাল এদেশেও ভীষণ হয়। লোকে খুন হয়, সাধারণ লোকের খুন হয়, তেমন সম্প্রতি লন্ডনের রাস্তায় খুনের ঘটনা ঘটল। এসব হচ্ছে কি!

সাইমন : বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে ধর্ম নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে, যেমন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাজনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি ধর্মভিত্তিক সে বিভাজনের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন; কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি উপলব্ধি করেন—ধর্মভিত্তিক সেই রাষ্ট্র বিভাজন

ঠিক হয়নি; যখন তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন সেই কথাগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অনুবাদের সময় এই বিষয়গুলো আপনাকে কিভাবে ভাবিয়েছে?

ফ্রাঁস : পাঠক হিসেবে আমাদের একটা ভাব আছে, সেটা তো বাঙালিদের জন্য। আমরা বাঙালিদের ভালোবাসি। আমরা উর্দু স্পিকিং পাঞ্জাবিদের সম্মান করি, কিন্তু হৃদয়ের থেকে বাঙালিদের পক্ষে আবেগ অনুভব করি। ফলে আমি খুব খুশি হলাম যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এবং বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে গ্রহণ করলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করলেন। এই সবকিছু আমাদের জন্য আনন্দের।

সাইমন : আপনি একটি জীবন বাংলা ভাষা শেখার জন্য এবং বাংলা সাহিত্যকে নিজের মাতৃভাষা তথা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন, ইংরেজিতেও বাংলা ভাষার সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে জানতে চাই। যেহেতু প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আপনার খুব ভালো দখল আছে, যেটাকে আপনি রিচুয়াল লিটারেচার বলছেন, আবার আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুবাদও করেছেন। সেই জায়গা থেকে সমগ্র বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আপনার নিজের জীবন উপলব্ধি কি?

ফ্রাঁস : ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের লোক আর বাঙালিদের অভিজ্ঞতা একরকম নয়। আমাদের সম্পূর্ণ আলাদা, আমি অন্য লোক। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা এক মানুষ। এটা সকলের সঙ্গে মিলে, এমনকি জাপানিদের সঙ্গে ভাব হতে হয়। সকলের সঙ্গে আমরা এক জাত, আমরা হিউম্যান। কিন্তু সেটা বাঙালিদের সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম অতিক্রমকারী বিশেষ করে একটা ভাব আসে, এটা আর কারো জন্য নয়, কেউ একজন যদি বলে—'আমি ভারতীয়', এটা আমার জন্য বিশেষ কিছু না, কিন্তু কেউ যদি বলে—'আমি বাঙালি'। আমি আনন্দিত হয়ে উঠি—'আহ্‌ বাঙালি!'

সাইমন : তার মানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে করতে আপনার বাঙালিদের প্রতি এক ধরনের টান সৃষ্টি হয়েছে?

ফ্রাঁস : একেবারে ঠিক তাই। বাঙালিদের জন্য একটা হৃদয়ের টান আছে। সেটা তো আমার সারা জীবন ধরেই হলো। আমার হলো যখন ২২ বছর তখন বাংলা শুরু করি। সেই ২২ বছর থেকে এই আজকের দিন পর্যন্ত ৮৬ বছর বয়সেও বাংলা সাহিত্য নিয়েই পরে আছে, আসলে—বাঙালি-বাংলা করে করে সারাজীবন কাটিয়েছি।

সাইমন : তার মানে একজন ফরাসি হয়েও প্রায়ই ৬৪ বছর ধরে আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

ফ্রাঁস : প্রথম একজন মানুষ লোকনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমার আগ্রহ হলো, একজন মানুষের সাথে ভালোবাসা হলো, তারপর যেন একটা জাতির জন্যই ভালোবাসা হলো। শুধু আর একজন মানুষ থাকলো না।

সাইমন : বাংলা ভাষা সাহিত্যের কোন বিষয়টা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে?

ফ্রাঁস : আমি বলব যে, সব থেকে বড় মন, সব থেকে উদার একটা মন, আর সত্যিকারের গ্রেট ম্যান, সেটা—রবীন্দ্রনাথ। আমি যতই দেখি রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত হই; কারণ, আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে ওঁর কাছে যান—কি বলেন তিনি এ সম্বন্ধে? সব

সময় একটা বড় কথা, সব সময় তাঁর কাছ থেকে কোনো না কোনো উত্তর পাবেনই। এতে মানুষটির বড় প্রতিভা আমরা বুঝতে পারি। I would say English, he never disappoints us, when we ever will go to him, he is great. When we ask about nationalism, he is right; what is about religion, that also is right. He didn't like any of these religions, like Christianity, Catholic, Islam, Hinduism. এ সব চার দেওয়ালে বন্ধ করে দেয় মানুষের মন। ধর্ম এক ধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র। যা রাজনীতিবিদদের হাতে থাকে। এটা খুব খারাপ লাগে। ফলে, আমি বলবো রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে সব থেকে বড়।

সাইমন : সম্প্রতি আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে নতুন কোনো কাজ করছেন শুনেছি। সে বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলুন।

ফ্রাঁস : এখন আমি রবীন্দ্রনাথ এবং হেমন্তবালা দেবীর সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছি। হেমন্তবালা দেবী ছিলেন গৌরীপুর জমিদারের কন্যা। গৌরীপুর অবশ্য বাংলাদেশে অবস্থিত। হেমন্তবালা দেবী কখনো বাইরে যান নি, কখনো স্কুলে যাননি, কখনো নিজের পরিবারের বাইরের কোনো বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেননি। এই ধরনের জীবন ছিল তার। একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু তার স্বামী সন্তানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। যখন তার বয়স ৪০ বছর তখন একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। তার আগেই অবশ্য তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি অনুভব করতে থাকেন তিনি একজন ধার্মিক মানুষ, সাংস্কৃতিক মানুষ, কিন্তু তার শিক্ষা-দীক্ষা সবই ছিল ঘরের ভিতরে। এ রকম একটি সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন এবং জানতে চান—'আমি কি করবো?' রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিচ্ছেন। এভাবেই ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হেমন্তবালা দেবীর এই পত্র যোগাযোগ চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনেক সমর্থন করতেন। হেমন্তবালা দেবী তাঁকে গুরু হিসেবে সম্বোধন করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারবার বলতেন—'না, আমি গুরু নই, আমি গুরু নই।' রবীন্দ্র তাঁকে একথাও বললেন যে, 'তুমি বৈষ্ণব হয়ে কৃষ্ণ ঠাকুরকে জামা পরিয়ে দিচ্ছ, তাকে খাওয়াচ্ছ, এসবের কোন মানে হয় না। তোমার বাড়ির বাইরে যেসব লোকেরা আছে খেতে পায় না, আর তুমি কিনা একটা ছোট্ট পুতুলের মতো মূর্তি নিয়ে খেলা করছ। এটার কোন মানে হয় না।' হেমন্তবালাকে এ ধরনের দারুন সব চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাইমন : এখন তাহলে রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবীর সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছেন?

ফ্রাঁস : আমি এখন চেষ্টা করছি—এই বিষয় নিয়ে একটি বই লেখার। এ কারণে যে, আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ একজন কবি হিসেবে অনেক বড়, কিন্তু হেমন্তবালাকে লেখা চিঠিতে তার উদার মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! সেটা আশ্চর্য!

সাইমন : আপনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষা চর্চা করছেন। বাংলাদেশেও গিয়েছেন অনেকবার, পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন—বিদেশিদের বাংলা শেখানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের কি করণীয় আছে? এ বিষয়ে কি আপনি কখনো ভেবেছেন?

ফ্রাঁস : আমি ভাবছিলাম হয়তো বাংলাদেশে একটা চেষ্টা হবে, সরকারের কাছ থেকে। যেটা পশ্চিমবঙ্গের ওদের বাংলা যেমন সংস্কৃত ও হিন্দি থেকে উর্দু হয়ে গেল। হয়তো বাংলাকে নিয়ে তারাও একটা চেষ্টা করবে বাংলা ফর মুসলমান, আমাকে বলা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে না, যেটা ইস্কুলে শেখানো হয়েছে সেটা শুদ্ধ বাংলা।

ফ্রান্সের প্যারিসে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাইমন জাকারিয়া

সাইমন : বাংলাদেশে তো বাংলা ভাষার অনেক রূপ আছে, যেমন আপনাদের ফ্রান্সে রিজনাল ফরাসি ভাষা আছে, যার সঙ্গে প্যারিসের ফরাসির ভাষার অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও তেমনি অঞ্চলগতভাবে আলাদা বাংলা ভাষা আছে, যেমন—চট্টগ্রামী বাংলা, সিলেটী বাংলা, নোয়াখালীর বাংলা, এমন আরও অনেক আঞ্চলিক বাংলা ভাষার রূপ আছে।

ফ্রাঁস : এটা এখনও তোমাদের দেশে আছে। আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে এমনটা নেই, এক সময় ছিল। তবে, এক ধরনের উক্তি বলবো যে, মানুষ যখন শিক্ষার জন্য স্কুলে যায় তখন সব একই ভাষায় শিখতে শুরু করে, তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তখন আর থাকে না।

সাইমন : আমাদের দেশেও তাই, স্কুলে প্রচলিত বাংলা একই রকম। অর্থাৎ শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমাদের দেশেও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ নেই। যেভাবে আমাদের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা ভাষা আছে এবং তাদের ভাষাও আমাদের জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়নি।

ফ্রাঁস : আঞ্চলিক ভাষার চর্চাটা আমার যতটুকু মনে হয় যে, এটা বাড়ির মধ্যে বলা যায়, বা পরিচিতজনদের সঙ্গে কথার সময় তা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতি তো একই রূপ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তারপরও আমি জেনে খুশি হলাম যে, বাংলাদেশে বহু ধরনের বাংলার ব্যবহার হয়।

সাইমন : আপনি যে আপনার সমগ্র জীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় বিনিয়োগ করলেন, এতে কি আপনি খুশি?

ফ্রাঁস : আমার কোন দুঃখ নেই।

সাইমন : এই কাজে কেমন আনন্দ পেয়েছেন?

ফ্রাঁস : আনন্দ তো আমি অবশ্যই পেয়েছি। বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে পেরে ২২ বছর বয়স থেকে আমি আজ ৮৬ বছর বয়স অবধি আমি খুশি। আমার কোন দুঃখ নেই এ সময়ে। অবশ্য অন্য জীবন করতে পারতাম, সেটা করিনি। আমি এক ধরনের জীবন করেছি। অন্য জীবন করলে তাতেও আমি এই অবধি আসতে পারতাম, সেটাতো প্রথমত আমি ছিলাম না।

সাইমন : আমার একটি প্রশ্ন আছে, প্রথম একজন ফরাসি *বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ* প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন, আপনি প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সঙ্গে মিলে সেই শব্দকোষ সম্পাদনা করেছিলেন।

ফ্রাঁস : ঠিক তাই, একজন ফরাসি ১৭৮৫ বাংলা ফরাসি শব্দকোষ তৈরীর কাজ করেছিলেন, তাঁর নাম ওগুস্তেঁ ওসাঁ; তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য লোক—পর্তুগিজ জানতেন, ইংরেজি জানতেন, ফরাসি জানতেন, এবং বাংলা জানতেন। এসব ভাষা নিয়ে উনি চন্দননগরে বসে কাজ করতেন, আর তিনি আসলে গিয়েছিলেন তো ফ্র্যান্স থেকে, তিনি বাঙালি তো ছিলেন না, কাজ করতেন কোম্পানির জন্য, ফ্র্যান্স-কোম্পানির জন্য, সে সময় তিনি হাতে লিখে একটি শব্দ-কোষ তৈরি করেছিলেন, তাঁর সেই কাজটার বিষয়ে আমার ইন্টারেস্ট হলো। কারণ, কিভাবে তিনি এই কাজ করলেন? প্রথমত কোন কথা বা পছন্দনীয় শব্দের কথা উনি মনে করলেন যে সেটার অনুবাদ করা দরকার। সেটা ছিল ফরাসিদের বাংলা ভাষা শেখার প্রথম দিকের একটা প্রচেষ্টা। সেই কাজটি নিয়ে আনিসুজ্জামানের সঙ্গে একটি বই সম্পাদনা করলাম। বাংলাদেশ থেকে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

সাইমন : গত কয়েকদিন ধরে আপনাদের প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার বিবলিওথেক নাসিওনালের পাণ্ডুলিপি বিভাগ কাজ করলাম, এখানে তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করার কোন পরিকল্পনা আপনার আছে?

ফ্রাঁস : এখন তো আর আমি এসব পারবো না এই বয়সে এসে। আগে আমি এখানকার লাইব্রেরিতে আসতাম বই নিতে, বই জেরক্স করতে। কিন্তু এখন আমি আর ওসব করি না।

সাইমন : কিন্তু এখনো তো আপনি অনেক সক্রিয়। *চণ্ডীমঙ্গল* অনুবাদ করছেন, রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবীকে নিয়ে বই লিখছেন, জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনুবাদ করছেন। কত নতুন নতুন কাজ করে যাচ্ছেন।

ফ্রাঁস : কিন্তু সেটা বাড়ির মধ্যে করছি। কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে সেটা আর করতে চাই না।

সাইমন : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং জয়গুরু জানাই।

ফ্রাঁস : তোমাকেও ধন্যবাদ। জয় গুরু।

সাক্ষাৎকারটি ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিসের আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় ইনালকো হতে অডিও রেকর্ডারে ধারণকৃত।